যুগান্তর

NOV. 25 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 6 কলাম ...

ড. শওকত আরা সামাদ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটির উদয় হয় তা হল বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের জবাবে আমি মনে করি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষা ব্যবস্থা পেশাভিত্তিক হওয়া উচিত। যেহেতু এ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্র, তাই অধিকাংশ ছাত্রকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিএ/বিএসসি, বিকম, এমএ, এমএসসি/এমকম করার জন্য প্রায় ১৬ থেকে ২০ বছর শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করার পর বেকারত্বের অভিশাপে হতাশাগ্রস্ত হতে হয়। আধুনিক পদ্ধতির যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র বা ছাত্রীদের কোন বিষয়ে প্রবণতা আছে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব ইতিবাচক তা মনোবিজ্ঞানী প্রাথমিক শিক্ষা নেবার সময়ই নির্ধারণ করে দেবেন। যারা মেধাবী তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তৈরি হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মেডিকেল, কলাবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রাইমারি থেকেই সেভাবে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষায় তাড়াতাড়ি দীক্ষিত হওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মনোবিজ্ঞান চর্চা যথোপযুক্ত কাজে ও সঠিক স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে এর যে গুরুত্ব তা সঠিকভাবে প্রতিভাত হচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলোতে মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কারণগুলো নিম্নরূপ :

প্রতিটি শিশুই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসে এবং তাদের সামাজিকীকরণ (ঝড়পরধষরুধঃরড়হ) এবং সামাজিক শিক্ষণ (ঝড়পরধষ ষধৎহরহম) এবং মূল্যবোধ (ঠধষঁবং) ভিন্ন ধরনের। এরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসার কারণে তাদের সামাজিকীকরণ পৃথক। মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশে এদের এই পৃথকীকরণ মনোভাবকে সামঞ্জস্য বিধানের (ধফলঁংঃসবহঃ) জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ বা সাদৃশ্যমূলক ধারণা গ্রহণ, বৈসাদৃশ্যমূলক ধারণা বর্জন ইত্যাদির শিক্ষাদান।

বিশেষ করে অনেক শিশুই পিতামাতার ভিন্ন ভিন্ন পেশা পটভূমি থেকে আগত। এছাড়াও কেউবা হয়তো ছোট পরিবার অথবা যৌথ পরিবার থেকে আগত। বেশ কিছু শিশু হয়তো প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাবাপন্ন পরিবারের, আবার কেউ গণতান্ত্রিক পরিবারের, কেউ হয়তো পিতামাতার মধ্যে সুসম্পর্কে লালিত, কেউবা স্নেহ, ভালোবাসাবর্জিত অথবা ভগ্ন পরিবারের। এদেরকে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে আদর্শভিত্তিক বা বস্তুভিত্তিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রথমেই যার ভূমিকা অগ্রগণ্য তিনি হচ্ছেন মনোবিজ্ঞানী শিক্ষক।

এ ছাড়াও কোন শিশুর প্রবণতা কোন্ দিক তা প্রথমেই নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুটি বিজ্ঞানী হবে, কলাকুশলী হবে, সাহিত্যিক হবে, নেতা হবে, শুধুই গৃহিণী হবে, কর্মজীবী হবে, সোস্যাল ওয়ার্কার হবে, শিক্ষানবিসী শুরুর প্রারম্ভেই তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ কাজটি করবেন যিনি তিনি হচ্ছেন সমাজ মনোবিজ্ঞানী।

বাংলাদেশের ১৩/১২টির মধ্যে মাত্র দুটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible]

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাদানের কোন গুরুত্বই [illegible] বেসরকারি বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বীকৃত হয়নি। অথচ মে[illegible] বায়োলজিক্যাল বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, সর্ব[illegible] বহন করতে পারত। শিশুদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে [illegible] ও মানসিক দিকগুলোর ট্রেনিং দিয়ে পিতামাতারা তাদের স[illegible] মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে লালন-পাল[illegible] পারতেন। কৈশোরের, যৌবনের এবং বার্ধক্যের সমস্যাগুলো সঠি[illegible] মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারগুলো উপলব্ধি করে সেভাবে সমস্যার [illegible] করতে পারতেন। তাই আমি মনে করি, বাংলাদেশের প্রে[illegible] মনোবিজ্ঞান চর্চা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনোবিজ্ঞানীর নি[illegible] অপরিহার্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট [illegible] আমি কিছু পরামর্শ রাখতে চাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে [illegible] দূরীকরণের জন্য ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। প্রথমত, ভর্তি পরী[illegible] বার্ষিক পরীক্ষাগুলো হরতালের আওতাভুক্ত না করার জন্য [illegible] সংগঠনকে সহযোগিতা করতে হবে। একই দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যা[illegible] যদি একটি-দুটি সেসন এগিয়ে থাকে তাহলে বিসিএসের [illegible] চাকরিগুলোতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা নিয়োগ[illegible] অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হবে। [illegible] রাত্রি এবং দিবা দুটি শিফট চালু করতে হবে। কিছু ফুলটা[illegible] পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগদান করতে হবে ছাত্রছাত্রীর সমানুপা[illegible] অনুযায়ী। পরীক্ষাগুলো রাতে নিয়ে সেশনজট কমাতে হবে। [illegible] একটা সেশন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে সেশন আপ[illegible] করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রাইভেট পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন প্র[illegible] যেহেতু কলা অনুষদে সর্বাধিক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। তাহলে [illegible] পরীক্ষার্থীদের জন্য তিন মাসের কোচিং ব্যবস্থা থাকলে এবং [illegible] মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরিবর্তে প্রাইভেটে [illegible] করলে চাপ কিছুটা কম হতে পারত। তবে প্রাইভেট ছাত্রছাত্রী[illegible] মাসের কোচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলটাইম বা পার্টটাইম শিক্ষকরাই [illegible] এভাবে সেশনজট কমানো যেতে পারে। সেশনজটের ফলে বিশ্ব[illegible] ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে নানারূপ সমস্যার সৃষ্টি কর[illegible] এসব সমস্যা দূরীকরণে মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজনীয়তা পরাম[illegible] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র উপদে[illegible] মনোবিজ্ঞানীকে নিয়োগ দেয়া হতো। বর্তমানে বিগত ১০ বছ[illegible] আরও অধিক সময়ে দেখা যায়, বিভিন্ন বিষয় হতে ওই পদে [illegible] নিয়োগ দেয়া হয়। এ বিষয়টি আমি সরকারের এবং বিশ্ববি[illegible] কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে আনতে চাই। মনোভাব, মূল্যবোধ, প্রবণতা, কৃতিত্ব, সহযোগিতা, খাপ খাওয়ানো, উপদেশনা, নির্দেশনা, বোধ[illegible] বিষয়গুলো মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাই সরকারি, আধা-[illegible] বেসরকারি সংস্থাগুলোর দৃষ্টি মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজনীয়তার দি[illegible] করছি।

ড. শওকত আরা সামাদ : অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, [illegible]